পুঁজিবাজার ও অর্থনীতি; বিনিয়োগকারীদের ভুমিকা and Financial Literacy Fair

স্বভাবতই পুঁজিবাজার ঝুঁকিপূর্ণ। তবে এই ঝুঁকি সমন্বিত আয়কে সর্বাধিক করনের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা (Financial Literacy) যে কোন বিনিয়োগকারীর জন্য একটি পূর্বশর্ত। সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) দ্বারা পরিচালিত, বিনিয়োগ শিক্ষা মেলার (Financial Literacy Fair) প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিনিয়োগকারীদের আর্থিক বাজার (Financial Market) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান।

এই যুগান্তকারী উদ্যোগটির মাধ্যমে একদিকে সাধারন বিনিয়োগকারীরা যেমন মৌল ভিত্তিক সম্পন্ন শেয়ার (Fundamental Share) সনাক্ত করনের কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে, অন্যদিকে ভ্রান্ত ট্রেডিং (False Trading Behavior) আচরণ থেকে বিরত থাকবে, যা পুঁজি বাজারের সুষম ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এটি ছিল সময়ের দাবী।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বি.এস.ই.সি একটি কর্মসূচী আয়োজন করে যাচ্ছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা পুঁজি বাজার ও অর্থনিতির মধ্যকার সম্পর্কের উপর একটি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। পুঁজি বাজার অর্থনীতির সার্বিক অবস্থার একটি প্রতিফলন। একটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে সে দেশে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত। এই অধিক মুনাফা স্বাভাবিক ভাবেই বাজারে কোম্পানীর শেয়ারগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি করে। এই অতিরিক্ত মুনাফাই শেয়ার হোল্ডারদেরকে প্রদত্ত লভ্যাংশের মূল উৎস। অপর পক্ষে একটি অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা কোম্পানীগুলোর আয়কে সংকুচিত করে। যা কোম্পানীগুলোর ভবিষ্যত শেয়ার মূল্য পতনের মূল কারন।

সাধারনভাবে শেয়ার মূল্য হলো কোন কোম্পানীর ভবিষ্যতের আয়ের বর্তমান মূল্য। এই শেয়ারের মূল্য নির্ধারনের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে অর্থনীতি কার্যকলাপ ও শেয়ার মূল্যের মাঝে দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান।

DCF মডেল (বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ মডেল) এর মূল ধারন হলো শেয়ার মূল্য কোন দেশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অগ্রিম নির্দেশনা (Leading Indicator) । কোন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে বিনিয়োগকারীগণ (Informed Investors) বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের দিকে নজর দেন। একজন বিনিয়োগকারীকে বর্তমান ও ভবিষ্যত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্থিতির হার, শ্রম শক্তির অবস্থা, সুদের হার, বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, সরকারি নীতিমালা,

বাণিজ্য ব্যবস্থা, বিনিময় হার ইত্যাদি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষন করতে হবে। বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই বৈশ্বিক অর্থনীতি বিবেচনা করা উচিত। কারন বেশীর ভাগ দেশই পন্য ও সেবার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সাইক্লিক্যাল কোম্পানীগুলো হলো যাদের মুনাফা একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কিত। অটোমোবাইল, বিমান, নির্মান সামগ্রী ইত্যাদি শিল্পগুলোর সাইক্লিক্যাল কোম্পানীর উদাহরন। প্রতিরক্ষামূলক কোম্পানীগুলো হলো, যাদের ব্যবসা কার্যক্রম অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। এফ.এম.সি.জি, স্বাস্থ্যসেবা, ইউটিলিটি ইত্যাদি শিল্পগুলো হলো প্রতিরক্ষা কোম্পানীর উদাহরন। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে তা বোঝার জন্য বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে।

এখন যদি আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বলতে চাই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা বেশ ভালো অবস্থানে আছি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ৭% জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রকাশিত জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪%। আশার কথা হলো, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার দ্বৈত সংখ্যায় পৌঁছেছে এবং মুদ্রাস্ফীতিও ক্রমহ্রাসমান। বিশ্ব মানচিত্রে আমাদেও অবস্থান আমাদের বেশ কিছু প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর দুটি ক্ষমতাশীল দেশ ভারত ও চীনের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। এছাড়াও দেশটির অবস্থার বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর বঙ্গোপসাগরের উত্তরে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ শতাংশ ১৫-৫৪ বয়সী। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী কর্মক্ষম। ইতিমধ্যে আমরা বিশ্ব বাজারে ২য় তৈরী পোষাক রপ্তানীকারক হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করেছি। অন্যদিকে, ফার্মাসিউটিক্যাল, এগ্রো প্রক্রিয়াকরন শিল্প, হালকা প্রকৌশল শিল্প, নির্মান সামগ্রী, এফ.এম.সি.জি, চামড়া ও চামড়া প্রক্রিয়াকরন শিল্প প্রভৃতিতে এদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সূচকগুলোর তথ্য নিম্নরূপ :-

Particular	FY14	FY15	FY16	FY17
GDP Growth	6.06%	6.55%	7.11%	7.24% (P)
Inflation (June)	6.97%	6.25%	5.53%	5.94%
Export Growth (July to June)	11.69%	3.39%	9.72%	1.72%
Import Growth (July to June)	8.92%	0.21%	5.45%	9.00%
Forex Reserve USD Billion (June)	21.51	25.03	30.14	33.41
Private Sector Credit Growth	12.27%	13.19%	16.78%	15.66%
Current Account Balance (USD Million)	1,402	2,875	3,706	-1,480
Call Money Rate	6.25%	5.79%	3.70%	4.06%
91 Day T-Bill Rate	6.89%	5.37%	3.96%	3.86%

Repo Rate	7.25%	7.25%	6.75%	6.75%
M2 Growth	16.09%	12.42%	16.35%	10.88%
FDI USD Million	1,480	1,834	2,004	1,964

Source: Bangladesh Bank and Bureau of Statistics

বাংলাদেশের এই সম্ভাবনায় সারা বিশ্বে বিনিয়োগকারীরা উচ্ছ্বসিত। পরবর্তী উচ্চ সম্ভাব্য অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্থান দিয়েগে গোল্ডম্যান স্যাকস্ । পিডব্লিউসি (PWC) এর মতে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৩তম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। ফোর্বস এর মতে বাংলাদেশ আগামী এক দশকের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ক্রয় ক্ষমতার দিক থেকে ৩০ তম বৃহত্তম দেশ হবে। এইচএসবিসি (HSBC) বাংলাদেশকে ২০৫০ সালের মধ্যে ৩য় তম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে। সিটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ আগামী ৪০ বছরের জন্য ৪র্থ বৃহত্তম প্রবৃদ্ধির দেশ হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা চমকপ্রদ। কিন্তু, সে তুলনায় পুঁজি বাজারের প্রবৃদ্ধি নগন্য। বাংলাদেশের বাজার মূলধন জিডিপির মাত্র ১৮% যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারতে তা ৮৭%, জাপানে ১৬৬%, মালেয়শিয়ায় ১৩৭%, হংকংয়ে ১১৬৩% এবং সিঙ্গাপুরে ২৪৯%। যদি বাজার মূলধন জিডিপির হার ৫০% এর কম হয় তবে সেই বাজার আন্ডারভ্যলুড হিসেবে বিবেচিত হয় এবং একই সাথে স্টক কেনার জন্য অতি উপযোগী। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বিনিয়োগে তন্তকে বৈধতা দিয়েছে, যা দেশের পুঁজি বাজারের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের সহায়ক।

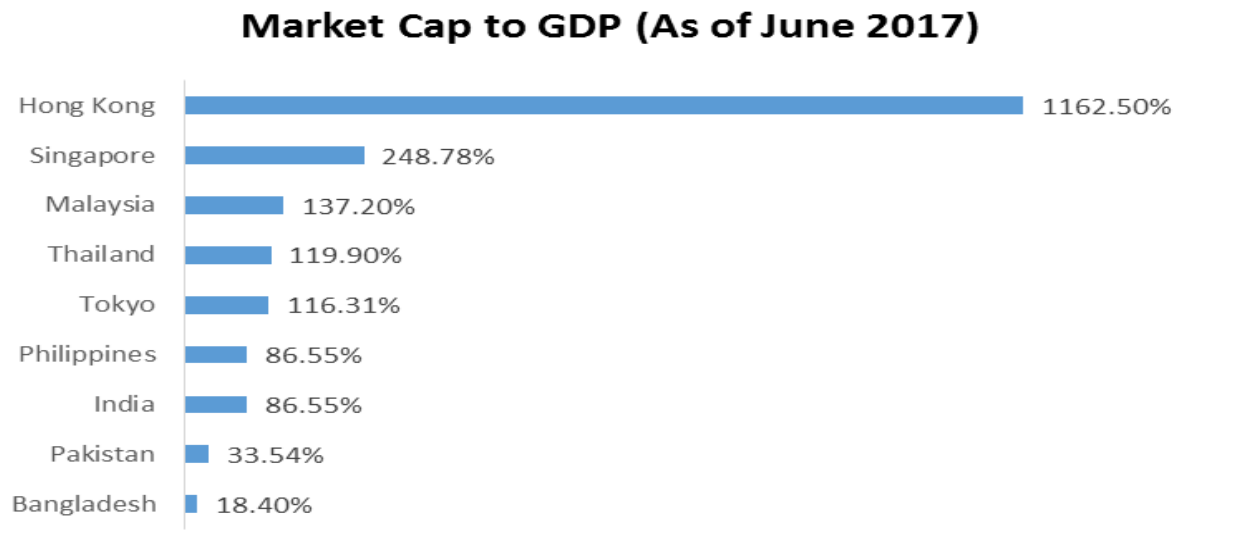

Source: Dhaka Stock Exchange

আমরা শুরুতে বললাম যে, যদি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয় তাহলে অর্থনীতিতে পরিচালিত কোম্পানীর মুনাফা বাড়া উচিত। গত কয়েক বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভূক্ত অধিকাংশ কোম্পানী খুব ভালো লভ্যাংশ বিতরন করছে এবং কিছু কোম্পানীর স্টক বিনিয়োগ এর থেকে রির্টান ১৮% এর বেশী ছিল। ব্যাংকগুলোতে গড় আমানত হার বর্তমানে ৪.৫%, অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ৫.৫%, যার মানে বিনিয়োগকারীরা বাস্তবে টাকা হারাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় সংস্কার এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অবকাঠামো প্রকল্পের উপর সরকার ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। ঋণের হার সর্বকালের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ে আছে। এখন আমাদের অর্থনীতি টেক অফ পর্যায়ে আছে। নির্মানাধীন মেগা প্রকল্পগুলো অর্থনীতির জন্য একটি প্রধান চালিকা শক্তি হবে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলো হচ্ছে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, রূপপূর পাওয়ার প্ল্যান্ট, এলিভেন্টের এক্সপ্রেসওয়ে, মাতারবারি কয়লা পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি। এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ শেষ হলে বাংলাদেশে ব্যবসা করার ব্যয় কমে যাবে। কিন্তু কিভাবে পুঁজি বাজার উপকৃত হবে? দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থায়নের চাহিদা বেড়ে যাবে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য অনেক কোম্পানীর স্টক মার্কেটে তালিকাভূক্ত হওয়ার প্রদক্ষেপ নিবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আরও আকৃষ্ট হবে। স্টক মার্কেটে তালিকাভূক্তির ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যে কোন সময় তাদের বিনিয়োগ তুলে নিয়ে নিতে পারবেন। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পুঁজি বাজারের ভালো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বর্তমান সুদের হার বাজারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাংকগুলোর সুদের হার এখন মুদ্রাস্ফীতির নিচে। পুঁজি বাজার বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিকল্প বিনিয়োগের পথ হতে পারে।